কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 04 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

তনুর জন্য ধর্মঘট

ছোট ভাইয়ের বন্ধু এখনো নিখোঁজ আলোচনায় পিয়ার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী নিহত সোহাগী জাহান তনুর ভাইয়ের বন্ধু নিখোঁজ মিজানুর রহমান সোহাগের খোঁজ মেলেনি গত ছয় দিনেও। পরিবার জানিয়েছে, গত ২৭ মার্চ রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে, কিছু লোক সোহাগকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। এ ছাড়া তনুকে হত্যার পর এলাকার আরো কয়েকজন যুবককেও একইভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে তনুকে উত্ত্যক্তকারী হিসেবে অভিযুক্ত যুবক সেই পিয়ারকে গতকাল রবিবার সিআইডির কর্মকর্তারা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রটি জানায়।

অন্যদিকে তনু হত্যার বিচারের দাবিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। একই দাবিতে

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

তনুর জন্য ধর্মঘট

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের নির্দেশনা চেয়ে গতকাল হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ :

সোহাগের খোঁজ মেলেনি : নিখোঁজ যুবক সোহাগ নিহত তনুর ভাই আনোয়ার হোসেন রুবেলের বন্ধু। তিনি কুমিল্লা সেনানিবাসসংলগ্ন বুড়িচং উপজেলার ময়নামতি ইউনিয়নের নারায়ণসার গ্রামের কৃষক নুরুল ইসলামের ছেলে। সোহাগ উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর থেকে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজ করে আসছেন।

সোহাগের বাবা নুরুল ইসলাম জানান, ২৭ মার্চ রাত ১টার দিকে তাঁদের বাড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে আট-নয়জনের একটি দল আসে। তাদের সবাই সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। দলটি বাড়ির সব কক্ষ অনুসন্ধান করে। এ সময় তারা সোহাগের বড় বোন খালেদা আক্তারের মোবাইল ফোন নিয়ে নিলেও পরে তা ফেরত দেয়। নুরুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের আশেপাশের এলাকার অনেক যুবককেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে যায়। তাদের অনেককেই আবার ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমার সোহাগ তো ফিরে এলো না।' তিনি জানান, একপর্যায়ে খালেদা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) দেখাতে বললে তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেয়। এ ঘটনায় সোহাগের বাবা গত বুধবার বুড়িচং থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। থানার ওসি জিডির কথা স্বীকার করেছেন।

সোহাগের বড় বোন খালেদা আক্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার বাবা কৃষিকাজ করেন। সোহাগ বাবাকে এই কাজে সাহায্য করে। তনুর আন্দোলনের সাথে সে কোনো অবস্থাতেই জড়িত নয়।' তিনি জানান, সোহাগকে নিতে আসা একজনের হাতে ওয়্যারলেস এবং কোমরে অস্ত্র ছিল।

সেই পিয়ারকে জিজ্ঞাসাবাদ! : সোহাগী জাহান তনুকে প্রায়ই বিরক্ত করত যে যুবক সেই পিয়ারকে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সূত্র জানায়, গতকাল সকাল ৮টা থেকে কুমিল্লা সিআইডি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা ও সিআইডির বিশেষ দল ঘটনাস্থলে যায়। অবশ্য রাতে তাকে সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে সিআইডি। এ ছাড়া সিআইডির তদন্ত সহায়ক দল কুমিল্লা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের একজন চিকিৎসক, একজন আয়াসহ সাতজনকে হত্যাকাণ্ডের আলামত সংগ্রহের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে জানা গেছে। আজ ঢাকায় সিআইডির সদর দপ্তরে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, পিয়ার কুমিল্লা সেনানিবাসে তাঁর পরিবারের সঙ্গে বসবাস করেন। তিনি ঢাকার ইউল্যাব ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ঘটনার পর তনুর চাচাতো বোন নাইজু জাহান কালের কণ্ঠকে জানিয়েছিলেন, প্রাইভেট পড়াতে যাওয়ার সময় পিয়ার তনুকে উত্ত্যক্ত করতেন। পরে তনু হত্যায় পিয়ারকে আটক করে কয়েক দিন জিজ্ঞাসাবাদের খবরও জানা যায়। এ নিয়ে কালের কণ্ঠে একাধিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়।

কুমিল্লায় বিক্ষোভ : তনু হত্যার বিচার দাবিতে জেলার দেবীদ্বার উপজেলার বক্রিকান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও ফতেহাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে বিদ্যালয় মাঠে বিক্ষোভ মিছিলসহ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

ঢাকায় তনুর জন্য ধর্মঘট : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে শাহবাগে অবরোধ শেষে ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ধর্মঘট উপলক্ষে গতকাল সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। দলে দলে ভাগ হয়ে কার্জন, কলাভবন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও খন্দকার মোকাররম হোসেন ভবনে অবস্থান নেয় আন্দোলনকারীরা। কলাভবনের একটি গেটে তালা দিয়ে ফটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা। সেখানে তনুর বিচার নিয়ে নানা স্লোগান দেওয়া হয়। সকাল ১১টার দিকে মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে বাম ছাত্রসংগঠনের দুই জোট কলাভবনের সামনে ধর্মঘটে সংহতি প্রকাশ করে।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা গেছে, তনু হত্যার বিচারের দাবিতে সমর্থন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ বিভাগেই ক্লাস হয়নি। দু-একটি বিভাগে ক্লাস হলেও আন্দোলনকারীদের অনুরোধে বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিনের তুলনায় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও ছিল তুলনামূলক কম।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ফারহান শাহরিয়ার পুলক বলেন, 'আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একাত্মতা প্রকাশ করে ক্লাসে আসেনি। কোনো বিভাগেই ক্লাস হয়নি। দু-একটি বিভাগে ক্লাস শুরু হয়েছিল। ক্লাস না নিতে আমাদের অনুরোধে শিক্ষকরা ক্লাস বাতিল করেন।'

রাজশাহী : তনু হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালন করেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। গতকাল ধর্মঘট চলাকালে তারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। ধর্মঘট চলাকালে বেশ কিছু বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষা হয়েছে।

৭ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও : অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনার দাবিতে ৭ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা দিয়েছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য। গতকাল ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দুই জোটের সমন্বয়ক আশরাফুল আলম সোহেল। এ সময় তিনি বলেন, সরকার তনু হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারে টালবাহানা করছে। সরকারের দায়িত্বশীল মহল তনু হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানা মন্তব্য করছে।

তনু হত্যা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে—ইমরান : গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার বলেন, 'এ ধরনের ঘটনায় অতীতে দেখেছি, এখনো দেখছি রাষ্ট্র ও প্রশাসন অপরাধীদের এক ধরনের ইনডেমনিটি দিয়ে দেয়। তনু হত্যায় তদন্তের কোনো অগ্রগতি নেই। অগ্রগতি হয়েছে কেবলই ধামাচাপায়।' নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে চার দফা দাবিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলাকালে ইমরান এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি ছাত্রধর্মঘটে সংহতি প্রকাশ করেন।

আজ ফের ছাত্র ধর্মঘট : এ ছাড়া তনু হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার দাবিতে আজ সোমবার দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন। গত ২৮ মার্চ এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল ছাত্র ইউনিয়ন।

হাইকোর্টে রিট : তনুর ঘাতকদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার, ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন এবং পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ এই রিট দায়ের করেন। এ হত্যাকাণ্ডে এখন পর্যন্ত খুনিদের গ্রেপ্তার না করায় এই রিট আবেদন করা হয়েছে বলে জানান ইউনুস আলী আকন্দ। আবেদনে তনুর পরিবারকে হয়রানি না করা, পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়াসহ নারীর নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশনা চাওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ২০ মার্চ রাতে কুমিল্লা সেনানিবাসের পাহাড় হাউসের অদূরে ঝোপের মধ্যে সোহাগী জাহান তনুর মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরদিন তার বাবা ইয়ার হোসেন বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় তদন্তের দায়িত্ব পরিবর্তন করে থানার পুলিশের পর পর্যায়ক্রমে ডিবি পুলিশ ও সিআইডিকে দেওয়া হয়। পাশাপাশি র‍্যাবও ছায়া তদন্তের অংশ হিসেবে তনুর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে।